বর্তমান বিনোদন

মশালা মুড়ি

মিউজিকাল লাভ স্টোরি

বলিউডে বহুদিন ধরেই স্টার পুত্র ও কন্যাদের রমরমা চলছে। শুধু পুত্র বা কন্যাতেই থেমে নেই, অভিনেতাদের ভাই-বোনেরাও বলিউড সরগরম করে তুলেছেন। শুরু হয়েছিল সইফ কন্যা সারা আর শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবীকে দিয়ে। তারপর শাহিদ কাপুরের ভাই ঈশান, রণবীর কাপুরের কাজিন আদর একে একে সবাই এসে পড়েছেন বলিউডের আঙিনায়। তবে এই তালিকার সর্বশেষ নাম দুটি এখনও ততটা পরিচিত হয়ে ওঠেনি। তাঁরা হলেন জাভেদ জাফরির পুত্র মিজান জাফরি ও সঞ্জয় লীলা বনশালির বোনঝি শরমিন সেহগল। এঁরা দু’জনে নাকি জুটি বেঁধেছেন তাঁদের প্রথম ছবিতে। আর পরিচালনায় অবশ্যই সঞ্জয় লীলা বনশালি।মিজানের আবার আর একটি পরিচয় তিনি বিগ বি-র নাতনি নব্য নভেলি নন্দার বয়ফ্রেন্ড। সেই সম্পর্ক অবশ্য এখনও কেউ প্রকাশ্যে আনতে চান না। যাই হোক, নব্য যদিও ফিল্মি দুনিয়ায় আসার প্ল্যান করে উঠতে পারেনি, মিজান কিন্তু হিরো হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাঁর প্রথম ছবিটির নাম এখনও ঠিক হয়নি। তবে গল্প ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে। মিউজিকাল লাভ স্টোরিতে প্রথম কদম রাখবেন মিজান। আর ছবি হিট করানোর দায়িত্ব শরমিন তাঁর মামা সঞ্জয় লীলা বনশালির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

বেবি বাম্প

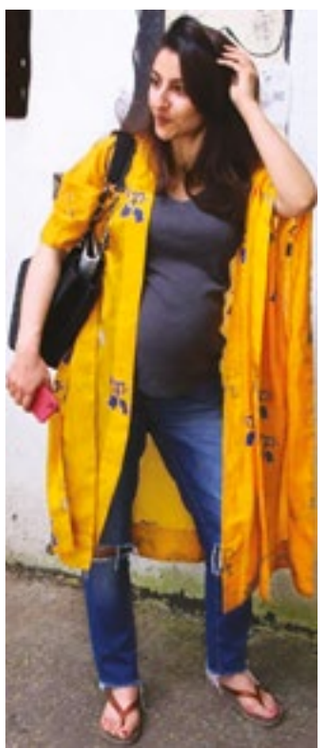

সোহা আলি খান ভীষণ স্পোর্টিং। বেবি বাম্প নিয়েও একটুও মাথা ব্যথা নেই তাঁর। জমিয়ে ছবি তুললেন ক্যাজুয়াল পোশাকেই। মুম্বইয়ে বান্দ্রায় হঠাৎই দেখা গেল সোহাকে। সেলুন থেকে রূপচর্চা করিয়ে বেরচ্ছিলেন তিনি। গাড়িটা ছিল সামান্য দূরে। ওইটুকু পথ হেঁটে যেতে গিয়েই ক্যামেরার ঝলকের মুখোমুখি। একটুও ঘাবড়ালেন না। অপ্রস্তুও হলেন না। বরং হাসিমুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যামেরাম্যানদের সামনে। এদিকে তাকিয়ে ওদিকে ফিরে কত না পোজ! বেশ কিছু ক্লিকের পর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তারই ফাঁকে তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ননদের মতো কি প্রেগন্যান্সি জুড়েই কাজ করবেন? সোহা জানালেন, এখনও কিছু ঠিক করেননি। শরীর ভালো থাকলে অবশ্যই করবেন। ‘তবে শুধু করিনা কেন? আমার মাকেও দেখেছি প্রেগন্যান্সির সাত মাস পর্যন্ত টানা কাজ করে গিয়েছেন। ছবি করেছেন, শ্যুটিং করেছেন, অ্যাড করেছেন। ফলে সন্তান সম্ভবা অবস্থায় কাজ করা আমাদের পরিবারে নতুন নয়,’ জানালেন সোহা। স্বামী কুণাল খেমুর এই বিষয়ে কোনও আপত্তি আছে কি না জানতে চাইলে সোহা বলেন, ‘কুণাল এই মুহূর্তে শ্যুটিংয়ের জন্য মুম্বইয়ের বাইরে আছে। তবে আমার কোনও সিদ্ধান্তেই ও বাধা দেয় না। সুস্থ থাকলে কাজ করতে অসুবিধা কোথায়?

বিবিবাবু

ছবি: সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

নিজামের শহরে বাংলা ছবির উৎসব

হায়দরাবাদ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুমন ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ, মৈনাক ভৌমিকরা। কোনও শ্যুটিং নয়। দেখানো হচ্ছে তাঁদের বিভিন্ন ছবি। আর তাই নিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের নজরকাড়া উম্মাদনা। চুম্বকে এই হল ‘হায়দরাবাদ বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য অর্পিতা ঘোষ। এবার উৎসবের চতুর্থ বছর,আয়োজক ‘বেঙ্গলিজ ইন হায়দরাবাদ’ নামে একটি স্থানীয় সংস্থা। হায়দরাবাদে কর্মরত সংস্কৃতিমনস্ক কয়েকজন বাঙালি তরুণ-তরুণী মিলে এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছেন। এদের উৎসাহ দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তেলেঙ্গানা সরকারও। স্থানীয় প্রসাদ প্রিভিউ থিয়েটারে এবার ৮টি বাংলা ছবির সঙ্গে ২টি তেলুগু ছবিও দেখানো হয়েছে। উৎসবের ডিরেক্টর তথা সংগঠনের প্রাণপুরুষ পার্থপ্রতিম মল্লিক বললেন, ‘বাঙালি ও তেলুগুভাষীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন। আশা করছি, আগামীদিনে এই উৎসব আরও বড় আকার নেবে’।

এবারের উৎসবের সূচনা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত ‘টোপ’ ছবির প্রদর্শন দিয়ে। তবে ফেস্টিভ্যাল জুড়ে মূল আলোচনা ছিল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিসর্জন’ ছবি নিয়ে। ব্যক্তিগত কাজে আটকে পড়ে শেষমুহূর্তে কৌশিক হায়দরাবাদে যেতে পারেননি। কিন্তু তাতে কী? ‘বিসর্জন’-এর গণেশ মণ্ডলকে নিয়ে আলোচনা বন্ধ তো হয়নি উলটে তাঁকে হাতের কাছে না পাওয়ার আফশোস করতে শোনা গিয়েছে অনেককেই। কৌশিকের জনপ্রিয়তা কতটা তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভিউয়ার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডস বিভাগে চোখ রাখলেই। সেরা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগে সেরা পুরুষ সহ-অভিনেতার পুরস্কারও যায় কৌশিকের ঝুলিতে। এই বিভাগে সেরা ছবিও ‘বিসর্জন’। এই ছবির সৌজন্যে দুটো পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের জয়া আহসানও। জুরি ও দর্শক দুই তরফেই সেরা অভিনেত্রী জয়া। তবে শতরূপা সান্যাল ও তেলুগু পরিচালক কে এন ডি শাস্ত্রীর জুরি বোর্ড সেরা ছবি ও সেরা পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত করলেন দুই সুমনকে। ‘অসমাপ্ত’ ছবির জন্য সেরা পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়। আর সেরা ছবি সুমন ঘোষের ‘পিস হাভেন’। এই বিভাগেই সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন ব্রাত্য বসু। আর দর্শকদের বিচারে ‘বিবাহ ডায়েরিজ’ ছবির জন্য সেরা অভিনেতা হলেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুরিদের বিশেষ স্বীকৃতি পেল অতনু ঘোষের ‘অ্যাবি সেন’। ফেলুদার জনপ্রিয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়ের ‘ফেলুদা ৫০’ তথ্যচিত্রটি। প্রেক্ষাগৃহে জায়গা না পেয়ে অনেকেই ছবি দেখলেন দাঁড়িয়ে। ছবি প্রদর্শনের পাশাপাশি দর্শকদের সঙ্গে নানা ফিল্মি আলোচনায় অংশ নেন পরিচালক ও কলাকুশলীরা। হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতেই সন্দীপ রায় ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’ ছবির অনেকটা অংশ শ্যুটিং করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন সেই ছবির ‘ফেলুদা’ সব্যসাচী চক্রবর্তী আর সম্পাদক সুজয় দত্তরায়। সবমিলিয়ে হায়দরাবাদের এই ফিল্ম উৎসব ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি রেখে গেল।

সন্দীপ রায়চৌধুরি

ক্যাপশন

‘যব হ্যারি মেট সেজল’ এর মুক্তির পর শহরে এসেছিলেন ‘হ্যারি’ শাহরুখ খান এবং ‘সেজল’ অনুষ্কা শর্মা। সঙ্গী ছবির পরিচালক ইমতিয়াজ আলি। কলকাতা কিং খানের ‘সেকেন্ড হোম’। পিঠের চোট নিয়েও সাংবাদিক সম্মেলনে তাই চেনা ছন্দে বাদশা। ছবি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর বা ফটোগ্রাফারদের জন্য পোজ দেওয়া থেকে শুরু করে সেলফির আবদারও মেটালেন। পরে তাঁরা তিনজন টালিগঞ্জের কয়েকজন কলাকুশলীর সঙ্গেও দেখা করেন।

ছবি: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

সুখী গৃহকোণ

১ আগস্ট ২০১৭ • দাম ১২টাকা

এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ

১. তারাপীঠের তারা মা
২. আদ্যাপীঠ
৩. দক্ষিণেশ্বর
৪. বাবা তারকনাথ, তারকেশ্বর
৫. কালীঘাট
৬. বর্ধমানের ১০৮ শিবমন্দির
৭. কল্যাণেশ্বরী মন্দির
৮. করুণাময়ী কালী
৯. বিপত্তারিণী চণ্ডীবাড়ি
১০. রাজবল্লভী মা
১১. বড় শীতলা মা
১২. হনুমানজির মন্দির
১৩. রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির
১৪. ছিন্নমস্তা মা
১৫. বাণেশ্বর শিবমন্দির
১৬. মদনমোহন বাড়ি
১৭. ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি
১৮. ভ্রামরী দেবী
১৯. মঙ্গলধাম
২০. হংসেশ্বরী মন্দির
২১. সর্বমঙ্গলা
২২. বোল্লাকালী
২৩. রাজরাজেশ্বরী
২৪. শকুনতলা শ্রীশ্রীরক্ষাকালীমাতা
২৫. ভূতনাথ নিমতলা ঘাট
২৬. ফিরিঙ্গি কালী
২৭. লেক কালীবাড়ি
২৮. নব নীলাচল মাহেশ
২৯. বর্গভীমা মন্দির
৩০. কনক দুর্গার মন্দির
৩১. শিবনিবাস

৩১ টি জাগ্রত মন্দির পরিবারের কল্যাণে কীভাবে পুজো দেবেন?

প্রকাশিত হয়েছে

এই বাংলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জাগ্রত মন্দির। পরিবারের কল্যাণ কামনায় দেবতার চরণে অঞ্জলি দিতে প্রাণ চায় সকলেরই। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনিতে থাকছে ৩১টি জাগ্রত মন্দিরে পুজো দেওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য।

বর্তমান প্রকাশনার মাসিক ম্যাগাজিন

শিল্পীর ম্যাজিকে রাধা হিট

যব হ্যারি মেট সেজল-এর ব্যাবসা নিয়ে সমালোচকরা যাই বলুন,এই ছবির গান ‘রাধা’র রিমিক্স নিয়ে কোনও কথা হবে না। শাহরুখ-অনুষ্কার ছবির এই গানটির রিমিক্স এখন বাজার কাঁপাচ্ছে। আর এর নেপথ্য কারিগর হলেন ডিজে শিল্পী শর্মা। সুনিধি চৌহান ও শাহিদ মালিয়ার গাওয়া ‘রাধা’র রিমিক্স হিট হতে না হতেই এই ছবির আরও দু’টি গান— ‘হাওয়াইয়া’ আর ‘বাটারফ্লাই’-এরও রিমিক্স করে ফেলেছেন তিনি। আরও তিনটি গান রিমিক্স করার ইচ্ছা রয়েছে বলে জানালেন শিল্পী।

‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ ছবির গানের রিমিক্স দিয়ে শাহরুখের সঙ্গে কাজ শুরু শিল্পীর। ‘রাধা’ রিমিক্স ইতিমধ্যে নিজের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে কিং খান শেয়ার করেছেন। ‘রাধা’র এই সাফল্যের জন্য শাহরুখের পাশাপাশি ছবির সংগীত পরিচালক প্রীতমের কাছেও কৃতজ্ঞ তিনি। শিল্পীর বক্তব্য, ‘প্রীতমদা একজন জিনিয়াস। ওঁর কম্পোজিশনগুলি দারুণ। তাই আরও কী করে ভালো করব, তাই নিয়ে যথেষ্ট চাপে থাকি। এমনিতে রিমিক্স করার ক্ষেত্রে আমি মূল গানটির বিশাল পরিবর্তন করার পক্ষপাতী নই। এ ক্ষেত্রেও তাই করেছি।’

দিন কয়েক আগেই নিজের অন্য একটি গান ‘সালামে ইশক’-এর প্রচারে শহরে এসেছিলেন। তবে এটি কোনও গানের রিমিক্স নয়। দুবাইয়ে শ্যুট হয়েছে ‘সালামে ইশক’। এই গানটিও সোশ্যাল মিডিয়ায় সাড়া জাগিয়েছে। অতীতে কলকাতায় প্রচুর শো করেছেন ডিজে শিল্পী। তাই এই শহর ঘিরে তিনি বেশ নস্টালজিক।

‘স্টাইল’ দিয়ে রুপোলি পরদায় হাতেখড়ি তাঁর। ‘জো বলে সো নিহাল’, ‘হিরোইন’-এর মতো ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। অভিনয় ছেড়ে ডিজে-র জীবন বেছে নিলেন কেন? শিল্পী জানালেন, মধুর ভান্ডারকরের ‘হিরোইন’-এ অভিনয় করার সময় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। মানসিক অবসাদ থেকে নিজেকে বের করে আনতে গানই তাঁকে সাহায্য করে। এক মাস নিজেকে গৃহবন্দি রেখে ডিজে-র কাজ-কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। প্রথম শো হায়দরাবাদে। নতুন কেরিয়ার উপভোগ করছেন দেশের এই প্রথম সারির ডিজে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছোট বড় পরিবারের বড় ছোট সবার জন্য

শারদীয়া বর্তমান ১৪২৪

এছাড়াও থাকছে আরও ৪ টি উপন্যাস, ৬ টি বিশেষ রচনা, ভ্রমণ, রম্য রচনা, অজস্র ছোট বড় গল্প, বিখ্যাত কবিদের বহু ছড়া, সিনেমা, খেলা, খাওয়া দাওয়া ও ফ্যাশন।

● উপন্যাস

ছিন্নমূলের ঘরবসত

দাঙ্গায় খুন হয়ে গেল ঝিনুকের মা এবং বাবা। ধর্ষিত হল ঝিনুক। তারপর থেকেই সে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। সারাক্ষণ ঘরের কোণে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, দিনরাত উন্মাদের মতো কেঁদেই চলে আর বলে পূর্ববাংলায় একদিনও থাকবে না। ঔপন্যাসিক **প্রফুল্ল রায়** কয়েক খন্ডে বর্ণিত করেছেন দেশভাগ, দাঙ্গা এবং বিনয় ও ঝিনুকের জীবন কাহিনি। ‘ছিন্নমূলের ঘর বসত’ উপন্যাসটি ‘কেয়াপাতার নৌকো’ সিরিজের শেষ খন্ড।

সর্বাধিক প্রচারিত পূজাবার্ষিকী

*Net Paid circulations for the year 2016-1,31,231. (Audit Bureau of Circulations)

দাম ৬০ টাকা